দৈনিক জনকণ্ঠ

৩৪

তারিখ AUG. 21 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

অবশেষে ১৬ হাজার ডিগ্রী পরীক্ষার্থীর স্থগিত ফল প্রকাশ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

শেষ পর্যন্ত ১৬ হাজার ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার্থীর স্থগিত ফল শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে। '৯৮ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার ফল গত ৩১ জুলাই প্রকাশিত হলেও ১৬ হাজার পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ স্থগিত হয়ে যায়। এই নিয়ে অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে গত ২০ দিন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করে। '৯৮ সালে ডিগ্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৯০ হাজার ৩৪। পাসের হার ছিল ৩৫ দশমিক ৭০ শতাংশ। জানা গেছে, কম্পিউটারে ফলাফল তৈরি করার পদ্ধতি ঠিকভাবে যাচাই না করার কারণেই ফল প্রকাশ করতে গিয়ে নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়ে উল্লিখিত সংখ্যক পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রাখতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, কম্পিউটারে ফল প্রকাশের নিয়মানুযায়ী পরীক্ষা শুরুর আগেই পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য কম্পিউটারে রাখতে হয়। তারপর পরীক্ষার আবেদন

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

অবশেষে ১৬ হাজার

(১২-এর পাতার পর)

ফরম পূরণের সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউারের জন্য নির্ধারিত স্টুডেন্ট ইনফরমেশন ফরমও পূরণ করতে হয়। তারপর পরীক্ষকের কাছে পাঠানোর আগে খাতায় কোড নম্বর বসাতে হয়। অভিযোগ পাওয়া গেছে, এই কাজগুলো পূর্বে না করেই কম্পিউটারের মাধ্যমে ফল ঘোষণা করা হয়। ফলে কোড নম্বর ঠিক না থাকায়, এমনকি এক কলেজের ফল অন্য কলেজের নামেও প্রকাশিত হয়েছে। সূত্র জানায়, নিয়মানুযায়ী দরপত্র আহ্বান না করেই স্যাকাইম্যাক্স নামক কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানকে ফল প্রকাশের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। পরে প্রক্রিয়া সংশোধন করে গত ফেব্রুয়ারি মাসে দরপত্র আহ্বান করা হয়, কিন্তু ঐ দরপত্রে কিছু শর্ত নিয়ে জটিলতা দেখা দিলে তা বাতিল করে গত এপ্রিল মাসে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, দরপত্রের সিডিউল এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পছন্দসই প্রতিষ্ঠানটি কাজ পায়। শেষ পর্যন্ত ২ কোটি ৮৬ লাখ টাকায় তিন বছর (১৯৯৮-২০০০) ডিগ্রী পরীক্ষার ফল প্রকাশের জন্য 'স্যাকাইম্যাক্স' কোম্পানিটি কাজ পায়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উর্ধতন কর্মকতা বলেন, 'প্রথমবারের মতো কম্পিউটারে ফল প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ায় নানান সমস্যা দেখা দিয়েছে। আশা করছি অচিরেই এসব সমস্যার সমাধান করা যাবে।' উক্ত কর্মকর্তা বলেন, কম্পিউটার পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ করতে গিয়ে এসএসসি ও এইচএসসি প্রথম দু'বছরেও নানান ঝামেলা হয়েছে। এখন তা কেটে গেছে। জনকণ্ঠের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৮ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার সংশোধিত ফলাফল চট্টগ্রামের হাজার হাজার পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকের মাঝে স্বস্তি এনে দিয়েছে। অবসান হয়েছে দীর্ঘদিনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। কাঙ্ক্ষিত ফললাভে ব্যর্থ হওয়ার কারণে আনন্দের পাশে বিরাজ করছে বেদনা।

শুক্রবার দুপুর থেকেই ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহে ভিড় জমাতে শুরু করে। বিকাল ৪টায় কলেজের নোটিস বোর্ডে সংশোধিত ফল টানিয়ে দেয়ার সাথে সাথেই ছাত্রছাত্রীরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তবে নগরীর ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ, হাজী মুহাম্মদ মহসিন ও সরকারী সিটি কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে প্রত্যাশিত ফললাভে ব্যর্থ হয়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে শত শত ছাত্রছাত্রী। পাশাপাশি সংশোধিত ফলাফলের মাধ্যমে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মাঝে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। নগরীর নামীদামী ও ঐতিহ্যবাহী কলেজের কতিপয় অভিজ্ঞ শিক্ষক সংশোধিত ফলকে অসন্তোষজনক বলে মত পেশ করেন।